দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 1 1 APR 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

জেলা সদরের ১৮ সরকারি মহিলা কলেজের সঙ্কট নিরসন করুন

১৯৮১ সালের আত্তীকরণ বিধিমালা অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে জেলা সদরে অবস্থিত ১৮ মহিলা কলেজকে সরকারি করা হয়। কিন্তু সে সময় শিক্ষা ক্যাডারের দুই সমিতির মামলা চলার পরও নিয়োগ প্রদানে বাধা না থাকা সত্ত্বেও সরকারিকরণকৃত ১৮ কলেজের শিক্ষকদের চূড়ান্ত নিয়োগের বিষয়টি বিলম্বিত করা হয়। এরপর ২৭-৩-২০০০ তারিখে শিক্ষা সচিব ও দুই সমিতির কর্মকর্তাদের ত্রিমুখী সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে একই বছর ২৭ নভেম্বর আত্তীকরণ বিধিমালা ২০০০ নামে একটি কালো আইন প্রণীত হয়। ১৮ কলেজের শিক্ষকদের জাতীয়করণকালে বিদ্যমান ১৯৮১ বিধিতে নিয়োগ না দিয়ে ৩ বছর পর প্রণীত ২০০০ বিধিমালায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, আত্তীকরণ বিধি ২০০০-এ ১৮ মহিলা কলেজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ৬-এর ৫ এবং ৭ ধারায় উল্লেখ করা হয় যে, এই শিক্ষকগণ নিয়মিতকরণের আদেশ প্রদানের তারিখে ক্যাডারভুক্ত হয়েছেন গণ্য হবে এবং ঐ তারিখে ক্যাডারের সর্বশেষ প্রভাষকের নিচে তাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে। এই বিষয়টি নাকি ২৯ ক্যাডারে প্রযোজ্য নিয়মিতকরণ বিধিমালা ১৯৯৪-এ আছে। অথচ ১৯৯৪ বিধির ৫ ধারায় 'নিয়মিতকরণের তারিখ' শব্দগুচ্ছ সংযুক্ত থাকলেও 'আদেশ প্রদানের তারিখে'- এই বাক্যাংশটির অস্তিত্ব নেই। এমনকি ২৭-৩-২০০০ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিতে বহুল আলোচিত ৯-এর ৩ ও ৬-এর ৫ নামে কোনো ধারাই ছিল না এবং ৭ ধারায় 'আদেশ প্রদানের তারিখ' বাক্যাংশটিও ছিল না। অর্থাৎ বিধিটি চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

বস্তুত, নিয়মিতকরণ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। দু'তিন বছরের সন্তোষজনক এসিআর-এর ভিত্তিতে মাউশির' মাধ্যমে পিএসসি সুপারিশ করেন। অতঃপর সেই ফাইল মাউশি মন্ত্রণালয় ঘুরে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ফিরে আসে মন্ত্রণালয়ে। এরপর নিয়মিতকরণের আদেশ জারি হয়। ততদিনে অতিবাহিত হয় তিন থেকে পাঁচ বছর। সে কারণে সকল ক্ষেত্রে (যেমন: স্থায়ীকরণ) যোগদানের তারিখেই নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা কার্যকর হয়। কিন্তু ১৮ কলেজের ক্ষেত্রে নিয়মিতকরণের 'আদেশ প্রদানের তারিখে' জ্যেষ্ঠতা গণনা শুরু করার ফলে সরকারি পদে ৯/১০ বছর চাকরি করার পরও আমাদের চাকরির মেয়াদ ধরা হচ্ছে মাত্র দু'থেকে আড়াই বছর। কারণ, আমরা ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে সরকারি পদে যোগদান করলেও ২০০৪ সালের শেষাংশের আগে কোনো কলেজের নিয়মিতকরণ সম্পন্ন হয়নি। ফলে ২০০৪ সালে যোগদানকৃত ২২তম বিসিএস-এর প্রভাষকগণও ২০০০ বিধিতে ১৯৯৭, '৯৮ সালে ১৮ কলেজের যোগদানকৃত প্রভাষকদের ওপরে সিনিয়রিটি পাচ্ছেন—যা আইনত গ্রহণযোগ্য নয়।

ইতিমধ্যে ১৮ কলেজের বেশ কিছুসংখ্যক প্রভাষক পদোন্নতির জন্য সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা ও ক্যাডারের সকল যোগ্যতা অর্জন করে মাউশি'র চাহিদা অনুযায়ী আবেদন করার পরও নিয়মিতকরণের তথাকথিত জ্যেষ্ঠতার অজুহাতে বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন পদোন্নতির তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ৬-১১-২০০৩ তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৮ কলেজের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালে বিদ্যমান বিধি (অর্থাৎ ১৯৮১) তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে। ১৯-৭-২০০৪ তারিখের এক চিঠিতে পিএসসিও অনুরূপ সুপারিশ করেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস জ্যেষ্ঠতা বিধিমালা ১৯৮৩-এর ৬ ধারা অনুযায়ী যথাযথ বিবেচিত হলে জ্যেষ্ঠতার যে কোনো কেইস সরকার পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। একই বিধির 'জ্যেষ্ঠতার সাধারণ নীতিমালার' ২ ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিধিটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির' নানা তৎপরতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ১৪-২-২০০৬ তারিখে ঐ উদ্যোগ বন্ধের নির্দেশ আসে। অতঃপর আমাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ও পদোন্নতির বিষয়টি চিরতরে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কারণ ইতিমধ্যে আমাদের পরে যোগদান করা ১৮, ২০,২১,২২ ও ২৪তম ব্যাচের 'বিসিএস' প্রভাষকরা জ্যেষ্ঠতা নিয়ে আমাদের আগে অবস্থান নেয়ায় আমরা পরবর্তী ১৫ বছরেও পদোন্নতি না পেয়ে অধিকাংশ শিক্ষক অবসরে চলে যাবো। আরো ভয়াবহ খবর এই যে, ১৮ কলেজের বেশ কয়েকটি কলেজের নিয়মিতকরণ এখনো সম্পন্ন হয়নি। তারা এখনো ক্যাডারভুক্ত না হওয়ায় তাদের সরকারি চাকরি গণনা শুরুই হয়নি- যদিও তাদের সরকারি চাকরিতে যোগদান ১৯৯৭, ৯৮ সালে।

এ অবস্থায়, আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত ও পিএসসির সুপারিশ অনুযায়ী ন্যায়বিচারের স্বার্থে পূর্বে আত্তীকৃত শিক্ষকদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৮ কলেজের শিক্ষকদেরও ২০০০ বিধির ৯-এর ২ সংরক্ষণ ধারায় রেখে পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জনকারী প্রভাষকদের বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন সহকারী অধ্যাপকের পদে পদোন্নতি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ঊর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জাতীয়করণকৃত ১৮ সরকারি মহিলা কলেজের ভুক্তভুগি শিক্ষকবৃন্দ।